পলাশ কুমার ঘোষ
সহকারী পরিচালক,
বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল,
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ও ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর কর্মপরিধি

(১) ভুমিকা

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আটটি পণ্যভিত্তিক কাউন্সিল এর প্রশাসনিক সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি আহরন, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপণন ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে সরকারি ও বেসরকারি (বাণিজ্য এসোসিয়েশন সমূহ) খাতের যৌথ উদ্যোগে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) মডেলের আলোকে এই খাত (পণ্য ও সেবা) ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলসমূহ মুলতঃ কৌশলগতভাবে নির্বাচিত পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত উপখাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ণ ও যোগান সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতা উত্তরনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-বানিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে রপ্তানি নীতি ২০০৯-১২ কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত রপ্তানি নীতিতে, সক্রিয় কাউন্সিল সমূহের কর্মকান্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও আরও সময়োপযোগী কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে জোরালো ভাবে উল্লেখ রয়েছে। খাত ভিত্তিক কাউন্সিল গঠনের আওতায় যথাক্রমেঃ (ক) আইসিটি, (খ) লেদার সেক্টর, (গ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস, (গ) মেডিসিনাল প্লান্টস এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস, (ঙ) ফিশারি প্রোডাক্টস, (চ) এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং (ছ) প্লাষ্টিক প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং প্লাস্টিক প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ইতিমধ্যে সক্রিয় রয়েছে এবং উক্ত কাউন্সিলগুলো খাত ভিত্তিক বিভিন্ন রপ্তানি-মুখী উন্নয়নের কাজে অবদান রেখে চলেছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ-আভ্যন্তরীন গবেষনা সেল গঠনের কাজও এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য যে, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) মডেলের একটি সফল নিদর্শন।

(২) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের প্রেক্ষাপট

রপ্তানি বহুমুখীকরনের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণপূর্বক একক পণ্যনির্ভরশীলতা কমিয়ে রপ্তানিকে প্রবৃদ্ধি আনবে এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। দেশীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যত সহজতর হয়। সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে উপস্থিতির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ক্রেতা দেশসমূহের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের সুদৃঢ় অবস্থান অর্জনের মূল মন্ত্র হচ্ছে পণ্যের গুনগত মান ও মূল্যমান এর একটি সু-সমন্বয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী পণ্যসমূহের কাতারে দেশীয় পণ্যের জন্য একটি তুলনামুলক সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করে। আমাদের দেশের তৈরী পোষাক শিল্প ব্যতীত বেশীরভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পই এখনও অনগ্রসর বলা চলে। সে প্রেক্ষিতে মনে করা হয় যে দেশীয় রপ্তানিখাতের সম্প্রসারনে দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য স্থির পূর্বক ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্যতার প্রমান রাখা সম্ভব। উপরোল্লিখিত প্রেক্ষাপটে "Bangladesh Export Diversification Project (BDXDP)" শীর্ষক বিশ্ব ব্যাংকের বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের সফলতার আলোকে এবং জাতীয় রপ্তানি নীতি ২০০০-২০০৬ এর নিরিখে ২০০২ সালে আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল যাত্রা শুরু করে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে-পড়া রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাতসমূহের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি কমন প্লাটফর্ম তৈরী করাই ছিল বিপিসি'র মূল উদ্দেশ্য।

(৩) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্যঃ

(ক) আমদানি ও রপ্তানি নীতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী কাউন্সিল নিজে এবং এর সহযোগী সেক্টর কাউন্সিল/ সংগঠনসমূহের মাধ্যমে বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণা বা স্টাডি, পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষন (Monitoring) এবং মূল্যায়ন করা। রপ্তানি বহুমুখীকরনের (রপ্তানি পণ্য বাস্কেটে নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমুখীকরণ) মাধ্যমে দেশীয় পণ্য প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণ পূর্বক একক পণ্যনির্ভরশীলতা কমিয়ে জাতীয় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি আনায়ন;

(খ) রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়নের (Domestic Business Development) সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করা এবং উৎপাদন ও বাজারজাত করণের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখা;

(গ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রপ্তানিযোগ্য সেবা/পণ্যের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সেবা ও পণ্যের সরবরাহ/যোগান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ ও দূরীভূতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্বস্তরে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, আন্তর্জাতিক মানদন্ড (Compliance Factors) অনুসরণ পূর্বক মোড়কজাতকরণ, উচ্চমূল্যের (Value added) পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৪) বিপিসি ও সেক্টর কাউন্সিলগুলি পরিচালনা কমিটিঃ

কার্যনির্বাহী কমিটিঃ

প্রতিটি সেক্টর কাউন্সিলের ১টি করে কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। পদাধিকার বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় প্রতিটি সেক্টর কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো উক্ত সেক্টর কাউন্সিলসমূহের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ও সেক্টর সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহের সভাপতিগণ উক্ত কমিটির সদস্য। কার্যনির্বাহী কমিটিতে সেক্টর কাউন্সিলের কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন, ব্যয় বরাদ্দকরণ, নীতি নির্ধারণ এবং পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা পূর্বক ব্যয় সমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

(৫) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহঃ

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশী দাতা এবং সরকার কর্তৃক খাতভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানেও বিভিন্ন প্রকল্পে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন component বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যথাঃ ১. Export Competitiveness for Jobs Project (Funded by World Bank Group for Leather, light engineering and plastic sector), ২."ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" শীর্ষক প্রকল্প এবং ৩. Export Launchpad Bangladesh project| ইতোপূর্বে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ component বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছেঃ

1) Bangladesh Leather Service Centre Project funded by ITC-Geneva for Leather Sector
2) The base line survey for leather sector SMEs in Footwear & leathergoods funded by Abdul Monem Foundation
3) Capacity building of BPC funded by KATALYST
4) Design & Development of leather products Project funded by GIZ for Leather Sector
5) Asia Trust Fund Project funded by EU for Leather Sector
6) Assistance for capacity building Project for light engineering sector funded by SEDF
7) Awareness Build up programme for leather sector funded by PRICE Project, USAID

(৬) ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এফপিবিপিসি):

বাংলাদেশ সরকারের রপ্তানি নীতি ২০০৩-২০০৬ এ বিভিন্ন সেক্টর/ খাতভিত্তিক রপ্তানি বাণিজ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটানোসহ এই সকল সুনিদিষ্ট শিল্পের বিভিন্ন ধরনের সমস্য চিহ্নিত করন ও এর সমাধানকল্পে সেক্টর/ খাতভিত্তিক কাউন্সিল গঠনের উপর জোর দেয় এবং ইহা দ্রুত গঠনের

ব্যাপারে সুপারিশ করে। অধিকন্তু মৎস্য পণ্যশিল্প সংশ্লিষ্ঠ উদ্যোক্তা ও এর অংশীজনেরা এই সেক্টরের উন্নয়নের জন্য একটি সেক্টর সংশ্লিষ্ঠ কাউন্সিল গঠনের দাবী জানায়। এজন্যই এই এটি রপ্তানি নীতি ২০০৩-২০০৬ এ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সেই আলোকে এরূপ একটি সেক্টর সংশ্লিষ্ঠ কাউন্সিল গঠনের জন্য Memorandum of Association (MOA) ও Article of Association (AOA) তৈরী এবং উক্ত কাউন্সিলের কর্মপরিধি নির্ধারণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে তৎকালীন যুগ্ম সচিব (রপ্তানি) কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরিশেষে উক্ত কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে ১২/০৩/২০০৮ তারিখে ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠিত হয়।

(৬.১) এফপিবিপিসি'র কর্মপরিধি:

রপ্তানি ঝুড়িতে নতুন নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমুখীরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত এই খাতভিত্তিক কাউন্সিল নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে: ১। পরিবেশ দূষন ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ; ২। সেলস কীট প্রণয়ন; ৩। ডকুমেন্টরী তৈরী; ৪। উন্নয়ন নীতি বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়া প্রদান; ৫। পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ; ৬। দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; ৭। পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনাসহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; ৮। বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনামূলক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন; ৯। নারী উদ্যোগক্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন; ১০। প্রচলিত ব্যবসাকে ই-বাণিজ্যে পরিণত করার জন্য প্রশিক্ষন এবং ১১। উন্নয়নে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, আন্তর্জাতিক ট্রেড ডেলিগেশন প্রেরণ ও গ্রহনে সহায়তা প্রদানসহ যুগোপযোগী বিষয় সমূহে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। তাছাড়াও বিভিন্ন বিদেশী দাতা, সংস্থা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত খাত ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প এফপি-বিপিসি কর্তৃক সফলভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং সম্পাদিত হচ্ছে।

◆ এছাড়াও বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল:

(ক) বাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, (খ) রপ্তানি খাতে ব্যবসায়িক নিয়মনীতি পরিবর্তনের প্রভাব (গ) রপ্তানি খাতে প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রভাব এবং (ঘ) রপ্তানি খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় ফোরাম হিসেবে কাজ করে থাকে। এবিষয়ে বিগত সময়ে উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১) নাইট্রোফুরান সহ বিভিন্ন ক্ষতিকর কেমিক্যাল এর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে যখন আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ উন্নত দেশগুলোতে ২০০5 সাল হতে চিংড়ি রপ্তানিতে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল, তখন ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিপিসি আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের সংস্থার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে আইনি বাধাসমূহ ও কারিগরি সমাধানের বিষয়ে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে অংশগ্রহণ করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করেন।

২) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল রপ্তানি বাজারে ক্রেতার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য দেশে ব্যাপকভাবে Contract Farming, Cluster Farming, E-Traceability, Good Agricultural Practices (GAP). Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Modern Technology প্রভৃতি যুগোপযোগী বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ

করে যাচ্ছে। যার ফলে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশীয় বাজার ও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

➽ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশী দাতা এবং সরকার কর্তৃক খাতভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে।

(৬.২) মৎস্য সেক্টর তথা জাতীয় জীবনে ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ:

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের কম-বেশি শতকরা দুই ভাগ এ খাতের অবদান। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এখাতের গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ন। বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ, সুচিন্তিত নীতি ও পরিকল্পনা প্রনয়ন, কাঙ্খিত প্রণোদনা প্রদান, কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা ও সেক্টর সংশ্লিষ্ঠ স্টেকহোল্ডারদের নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে বিগত ১০ বছরে এখাতে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রায় ৬.৩১ শতাংশ এবং এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গড়ে বার্ষিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষাধিক গ্রামীন জনগোষ্ঠীর। মৎস্যখাতে বাংলাদেশের সাফল্য আজ সারাবিশ্বে আলোচিত ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে আরো দৃঢ় ও স্বনির্ভর করার পাশাপাশি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভবনাকে কাজে লাগানোর কার্যকর উদ্যেগ গ্রহণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সহয়োগিতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সেক্টর সংশ্লিষ্ঠ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং যুগোপযোগী নীতি-কৌশল গ্রহণের কারনে দেশের মৎস্য সেক্টরের কাঠামোগত পরিবর্তনসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে চলেছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে মৎস্য সেক্টরে ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য অবদান দেওয়া হল:

➽ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্যপণ্য রপ্তানি নিশ্চিত করতে বিগত বিভিন্ন সময়ে EU-FVO মিশন/অডিট কর্তৃক সুপারিশের আলোকে HACCP, GAqP, GMP, Codex Allimentarius Program, E-traceability, Labor law & Labor rules, Occupational Safety and Health Hazard, Encrease of production of Black tiger and Fresh water

(Galda), TRACES, EMS in shrimp production, Techniques how to produce vannamei shrimp প্রভৃতি কমপ্লায়েন্স বিষয়ক সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার কর্মশালা বাস্তবায়ন করেছে। বিগত ১০ বছরে এফপিবিপিসি কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৩০০ টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার প্রত্যক্ষ সুফলভোগী প্রায় ১৫,০০০ জন এবং এই সকল কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের ফলে পরোক্ষভাবে দেশের প্রতান্ত অঞ্চলের চাষীপর্যায় থেকে শুরু করে মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা পর্যন্ত মানসম্পন্ন ও নিরাপদ মৎস্যপণ্য উৎপাদনে ব্যাপক সফলতা সাধিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক পরিবর্তন তথা মৎস্যচাষীদের জীবনমানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ভোক্তাদের কাছে মৎস্যপণ্যের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে

সহায়ক হয়েছে।

➻ "Cluster approach to increase BT production in a compliant manner with possibilities for scaling up and contribution to increase in the exports of Bangladesh Shrimps" -শীর্ষক গবেষণানির্ভর ১০টি প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ সুফল আমাদের উৎপাদন পর্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। যার কারনে হিমায়িত মৎস্য পণ্য রপ্তানির জন্য বিবেচিত প্রধান কাঁচামাল চিংড়ির অপ্রতুলতার কারণে রপ্তানি আয় কাঙ্খিত মাত্রায় হয় না। অধিকন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হিমায়িত মৎস্য পণ্যের প্রক্রিয়াজাত কারখানার অর্ধেকই বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এজন্য বিগত কয়েক বছর ধরে দেশে সনাতন পদ্ধতি থেকে আধানিবিড় পদ্ধতিতে (Semi- intensive) চিংড়ি উৎপাদন করার প্রায়াশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আধানিবিড় পদ্ধতিতে (Semi- intensive) চিংড়ি চাষ করার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে চিংড়ির উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ২-৩ গুন বেশি পাওয়া যাচ্ছে, যা চিংড়ি রপ্তানির জন্য বিবেচিত প্রধান কাঁচামাল এর সংকট অনেকাংশে দূর করবে এবং সর্বোপরি আমাদের রপ্তানি আয় তথা জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক পরিবর্তনে অনেক সুফল বয়ে আনবে।

➻ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী প্রকল্প যেমন: আধানিবিড় পদ্ধতিতে (Semi-intensive) চিংড়ি উৎপাদন, ক্লাষ্টার ভিত্তিতে মৎস্য চাষ, মনো-সেক্স বাগদা চিংড়ি চাষ প্রভৃতি আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে মাছচাষ বিষয়ক প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে চিংড়ির উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে তরান্বিত করা গেছে । এই সকল কর্মসূচী বর্তমানেও চলমান রয়েছে। আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বাস্তবায়িত প্রদর্শনী প্রকল্প সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। এই সকল কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক সুফলভোগী সৃষ্টি হয়েছে, যারা জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে।

➻ শুধুমাত্র গ্রামীন যুব-মহিলাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ১০ বছরে এফপি-বিপিসি কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১০টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার প্রত্যক্ষ সুফলভোগী প্রায় ৫০০ জন এবং এই সকল কর্মসূচীসমূহের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে কর্মমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করা সর্বোপরি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। ইতোমধ্যে দক্ষিনাঞ্চলের চিংড়ি সেক্টরের চারণভূমি খ্যাত খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় অনগ্রসর নারী সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে এরূপ কর্মসূচীসমূহ যথেষ্ট অবদান রেখেছে বলে বিবেচনা করা হয়।

(৬.৩) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সদস্য এসোসিয়েশন সমূহের সহায়তায় এফপি-বিপিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ:

১) Export Launchpad Bangladesh project

২) Agribusiness for Trade Competitiveness Project (ATC-P) (Funded by Swiss Contact for Agro, IT & fish sector): এগ্রি বিজনেস ফর ট্রেড কম্পিটিভনেস প্রকল্পের মাধ্যমে সক্ষমতাবৃদ্ধিজনিত প্রশিক্ষণ/ সেমিনার কর্মশালা, ক্লাস্টার ভিত্তিতে দল গঠন করে

মৎস্য চাষ, সেক্টর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় Offal Management বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৪৫টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার প্রত্যক্ষ সুফলভোগী প্রায় ২,২৪৫ জন এবং এই সকল কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের ফলে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষ ভ্যালু চেইনের সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের জন্য এই প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পনেন্ট অত্যাবশ্যকীয় মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এদেশে মৎস্য সেক্টরে সর্বপ্রথম Cluster Approach (গুচ্ছ পদ্ধতি) এর ধারনা প্রনয়ন করা এবং মাঠ পর্যায়ে ক্লাস্টার ভিত্তিতে দল গঠন করে মৎস্য চাষ করে দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য সেক্টরের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য সেক্টরের মাঝারি ও বড় খামারিদের মধ্যে Cluster Approach (গুচ্ছ পদ্ধতি) টি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলে Cluster Approach (গুচ্ছ পদ্ধতি) এ বৃহৎ পরিসরে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। এজন্য এলাকার গ্রামীন জনপদের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজ থেকে শুরু করে যুব বেকার সমাজের বৃহৎ পরিসরে অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটেছে।

৩) Bangladesh Economic Growth Programme funded by USAID for Leather, Agro & fish sector: বাংলাদেশ ইকোনমিক গ্রোথ প্রোগ্রাম (বিইজিপি) প্রকল্পের অধীনে মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক কারিগরি পরিসেবা দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মৎস্য পণ্যোর গুনগত মান উন্নয়নের জন্য দেশের প্রায় অধিকাংশ জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয় যেমনঃ HACCP, GAqP, GMP, Codex Allimentarius Program প্রভৃতি কমপ্লায়েন্স বিষয়ক সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার কর্মশালাসহ প্রায় ৩০০ টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার প্রত্যক্ষ সুফলভোগী প্রায় ১৫,০০০ জন এবং এই সকল কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন বদ্ধ জলাশয়ে পরিবেশবান্ধব উপায়ে মাছ চাষসহ আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পরিশেষে, বাংলাদেশকে মধ্যম পর্যায়ের দেশে উন্নীত, এসডিজি অর্জন এবং বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ়করন, বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন এবং দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণসহ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান বিশ্বে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ইতোমধ্যে ঘোষনা দিয়েছে, বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে আর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। বর্তমান সরকারের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং এর সংশ্লিষ্ট সদস্য এসোসিয়েশনসমূহ মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

চিংড়ি খাতে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে, পণ্যের গুণাগুনের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি, ভোক্তাদের আস্থা তৈরি এবং রপ্তানি সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য ই-ট্রেসেবিলিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য খামারী বিশেষ করে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থাপণা প্রযুক্তি গ্রহণ নিশ্চিত করা

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ই-ট্রেসেবিলিটি মৎস্য খামারীদের তাদের পণ্যের উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে পারে, যার ফলে তারা মধ্যস্থতাকারীদের ছাঁটাই করতে এবং সম্ভাব্যভাবে তাদের লাভ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। খামার থেকে ভোক্তা পর্যন্ত চিংড়ির গুনগত মান ঠিক রাখার জন্য ডিজিটাল সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে, স্টেকহোল্ডাররা মান নিশ্চিত করতে পারে, খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ মোকাবেলা করতে পারে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের সামগ্রিক দক্ষতা উন্নত করতে পারে। ভোক্তারা তাদের চিংড়ির উৎপত্তিস্থল খুঁজে পেতে পারেন, আস্থা বৃদ্ধি করতে পারেন এবং সম্ভাব্যভাবে চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারেন। সমগ্র মূল্য শৃঙ্খলে দৃশ্যমানতা প্রদানের মাধ্যমে, ই-ট্রেসেবিলিটি সম্পদ বরাদ্দকে অপ্টিমাইজ করতে পারে, বাধাগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং অপচয় কমাতে পারে।

বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের অন্তর্গত ফিশারী প্রোডাক্ট বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল (এফপি-বিপিসি) এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং একটি আইটি কোম্পানির প্রযুক্তিগত কৌশলের মাধ্যেমে ফিস ফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ফোয়াব) বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ৩ টি ইউনিয়নে ৮চিংড়ি ক্লাষ্টারের ২০০ খামারীদের এবং ১০ টি আড়তদারদের আন্তরিক স্বদিচ্ছায় খামার থেকে আড়ত পর্যন্ত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে মাছের সরবরাহ চেইনের সাথে সম্পৃক্ত এ্যাক্টরদের তথ্য সম্মলিত QR কোড রের্কডিং সম্পন্ন ক্রা সম্ভব হয়েছে। তবে এই চেইনের আরো জটিল ধাপ হলো আড়ত থেকে রপ্তানীকারক পর্যন্ত। কিন্তু মাঠপর্যায়ে খামারী এবং ফোয়াবের আন্তরিক স্বদিচ্ছা থাকা স্বত্তেও বাকী ধাপগুলো এই প্রক্রিয়ার আওতায় এনে রপ্তানীজাত পণ্যের বৈদেশিক বাজারকে অগ্রগামী করার প্রয়াশ বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। এই প্রয়াসকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে সরকারী দপ্তরের পাশাপাশি বেসরকারী এবং প্রাইভেট কোম্পানীগুলোর সম্মিলিত সহযোগিতা ও আন্তরিকতা একান্ত জরুরী। এজন্য মৎস্য ও চিংড়ি খামারীদের ই-ট্রেসেবিলিটি সিস্টেমগুলি সর্ম্পকে আরো বেশী সংখ্যায় প্রশিক্ষণ প্রদান, আধুনিক সরঞ্জামের সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ি শিল্পের বৈদেশিক বাজার ব্যবস্থাপনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ই-ট্রেসেবিলিটি একটি রূপান্তরকামী প্রযুক্তি যা বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্পে বিপ্লব ঘটাতে পারে। চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণ এবং একীকরণের উপর মনোযোগ দিয়ে, ই-ট্রেসেবিলিটি পণ্যের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে, ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধি করতে পারে এবং এই খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি চালাতে পারে। ডিপো এবং মধ্যস্বত্বভোগী সহ সরবরাহ শৃঙ্খলের সকল অংশীজনকে ডিজিটাল ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। কার্যকর ট্রেসেবিলিটির জন্য তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য শক্তিশালী সিস্টেম তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাফল্যের জন্য মৎস্য ও চিংড়ি খামারী এবং অন্যান্য অংশীদারদের ই-ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম ব্যবহারের বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান অপরিহার্য। গ্রামীন এলাকায় ই-ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মোকাবেলা করা এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামো, নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। একটি নির্ভরযোগ্য ই-ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম চালু করার উপর সরকারের মনোযোগ এই দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এক নজরে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০২৩-২৪)

১.	অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ	:	৪৭২৮৯৭৫ হে.
	(ক) বদ্ধ জলাশয়	:	৮৬৭৬৯৪ হে.
	■ পুকুর	:	৪২৪১৬৮ হে.
	■ অক্সবো লেক (বাওড়)	:	৬২১৮ হে.
	■ চিংড়ি খামার	:	২৬২২১৭ হে.
	■ কাঁকড়া	:	১৬৬৭২ হে.
	■ পেন কালচার	:	৯৮৮২ হে.
	■ খাঁচায় মাছচাষ	:	১.৯৩ লক্ষ কিউবিক মিটার
	■ মৌসুমী জলাশয়	:	১৪৮৫৩৭ হে.
	(খা) উন্মুক্ত জলাশয়	:	৩৮৬১২৮১ হে.
	■ নদী ও মোহনা	:	৮৫৩৮৬৩ হে.
	■ সুন্দরবন	:	১৭৭৭০০ হে.
	■ বিল	:	১১৪১৬১ হে.
	■ কাপ্তাই লেক	:	৬৮৮০০ হে.
	■ প্লাবনভূমি	:	২৬৪৬৭৫৭ হে.
২.	সামুদ্রিক জলসীমা		
	■ সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ	:	১১৮৮১৩ বর্গ কিমি
	■ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	:	৭১০ কিমি
৩.	■ নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা (জন)	:	১৮.০৮ লক্ষ
৪.	মৎস্য উৎপাদন	:	৫০১৮৪৮৩ মে. টন
	■ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	:	৪৩৮৯৮৬০ মে. টন
	(কা) উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	:	১৪১১৭৯৬ মে. টন
	(খ) বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	:	২৯৭৮০৬৪ মে. টন
	■ সামুদ্রিক মৎস্য	:	৬২৮৬২৩ মে. টন
	(কা) ট্রলার দ্বারা আহরণ	:	১১৪৮০৪ মে. টন
	(খ) ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	:	৫১৩৮১৯ মে. টন
৫.	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি		
	■ পরিমাণ	:	৭৭৪০৭.৯৮ মে. টন
	■ মূল্য	:	৪৫৩১.৮৬ কোটি টাকা
	■ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	:	মোট ১০৮ টি (ই ইউ অনুমোদিত ৭৮টি)
	■ জাতীয় মোট রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	:	০.৯১%
৬.	জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান		
	■ GDP তে অবদান	:	২.৫৩% (বিবিএস, ২০২৪)
	■ কৃষিখাতে অবদান	:	২২.২৬% (বিবিএস, ২০২৪)
৭.	বাৎসরিক মাছ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা		
	■ বাৎসরিক মাছ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	:	৪৮.৯৩ লক্ষ মে. টন

তথ্য সূত্র: মৎস্য অধিদপ্তর

এক নজরে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০২৩-২৪)

১.	অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ	:	৪৭২৮৯৭৫ হে.
	(ক) বদ্ ধ জলাশয়	:	৮৬৭৬৯৪ হে.
	■ পুকুর	:	৪২৪১৬৮ হে.
	■ অক্সবো লেক (বাওড়)	:	৬২১৮ হে.
	■ চিংড়ি খামার	:	২৬২২১৭ হে.
	■ কাঁকড়া	:	১৬৬৭২ হে.
	■ পেন কালচার	:	৯৮৮২ হে.
	■ খাঁচায় মাছচাষ	:	১.৯৩ লক্ষ কিউবিক মিটার
	■ মৌসুমী জলাশয়	:	১৪৮৫৩৭ হে.
	(খা) উন্মুক্ত জলাশয়	:	৩৮৬১২৮১ হে.
	■ নদী ও মোহনা	:	৮৫৩৮৬৩ হে.
	■ সুন্দরবন	:	১৭৭৭০০ হে.
	■ বিল	:	১১৪১৬১ হে.
	■ কাপ্তাই লেক	:	৬৮৮০০ হে.
	■ প্লাবনভূমি	:	২৬৪৬৭৫৭ হে.
২.	সামুদ্রিক জলসীমা		
	■ সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ	:	১১৮৮১৩ বর্গ কিমি
	■ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	:	৭১০ কিমি
৩.	■ নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা (জন)	:	১৮.০৮ লক্ষ
৪.	মৎস্য উৎপাদন	:	৫০১৮৪৮৩ মে. টন
	■ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	:	৪৩৮৯৮৬০ মে. টন
	(কা) উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	:	১৪১১৭৯৬ মে. টন
	(খ) বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	:	২৯৭৮০৬৪ মে. টন
	■ সামুদ্রিক মৎস্য	:	৬২৮৬২৩ মে. টন
	(কা) ট্রলার দ্বারা আহরণ	:	১১৪৮০৪ মে. টন
	(খ) ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	:	৫১৩৮১৯ মে. টন
৫.	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি		
	■ পরিমাণ	:	৭৭৪০৭.৯৮ মে. টন
	■ মূল্য	:	৪৫৩১.৮৬ কোটি টাকা
	■ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	:	মোট ১০৮ টি (ই ইউ অনুমোদিত ৭৮টি)
	■ জাতীয় মোট রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	:	০.৯১%
৬.	জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান		
	■ GDP তে অবদান	:	২.৫৩% (বিবিএস, ২০২৪)
	■ কৃষিখাতে অবদান	:	২২.২৬% (বিবিএস, ২০২৪)
৭.	বাৎসরিক মাছ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা		
	■ বাৎসরিক মাছ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	:	৪৮.৯৩ লক্ষ মে. টন

তথ্য সূত্র: মৎস্য অধিদপ্তর

বিভাগ ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের নাম, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল

জেলার নাম	মৎস্য কর্মকর্তার নাম	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল ID
ঢাকা বিভাগ	জনাব মো: মনিরুল ইসলাম (পরিচালক চলতি দায়িত্ব)	০১৭৬৯৪৫৯১৫০, ০১৭৬৪২৮৬৪৭২	dddhaka@fisheries.gov.bd
ঢাকা জেলা	জনাব রোকনুজ্জামান	০১৭৬৯৪৫৯১৫৩, ০১৭১২০৩৫৫৮০	dfodhaka@fisheries.gov.bd
মানিকগঞ্জ জেলা	জনাব মো: সাইফুর রহমান	০১৭৬৯৪৫৯১৬৮	dfomanikgonj@fisheries.gov.bd
মুন্সিগঞ্জ জেলা	জনাব মো: গোলাম মেহেদী হাসান	০১৭৬৯৪৫৯২২৮	dfomunshigonj@fisheries.gov.bd
গাজীপুর জেলা	শেখ মনিরুল ইসলাম মনির	০১৭৬৯৪৫৯১৬০, ০১৭১৮৪২১১২৯	dfogazipur@fisheries.gov.bd
নরসিংদী জেলা	জনাব মো: ফয়সাল আজম	০১৭৬৯৪৫৯২৫৪	dfonarsingdi@fisheries.gov.bd
নারায়ণগঞ্জ জেলা	ড. ফজলুল কাবীর	০১৬৩৯০৪২৬৫৬, ০১৭৬৯৪৫৯১৭৮	dfonarangonj@fisheries.gov.bd
ফরিদপুর জেলা	জনাব প্রশান্ত কুমার সরকার	০১৭৬৯৪৫৯২০০, ০১৭১২৭৩২১৮৩	dfofaridpur@fisheries.gov.bd
রাজবাড়ী জেলা	জনাব মো: মাহাবুবল হক	০১৭৬৯৪৫৯২৬৩, ০১৭১৬১৩৫০৩২	dforajbari@fisheries.gov.bd
মাদারীপুর জেলা	জনাব মো: হাদিউজ্জামান	০১৭৬৯৪৫৯২৭২, ০১৭৬৮৬৯১৬৪৬	dfomadaripur@fisheries.gov.bd
গোপালগঞ্জ জেলা	জনাব বিজন কুমার নন্দী	০১৭৬৯৪৫৯২৭৩, ০১৭১৪৩০৩৯০৯	dfogopalgonj@fisheries.gov.bd
শরীয়তপুর জেলা	জনাব বিশ্বজিৎ কুমার দেব	০১৭৬৯৪৫৯২৪৫, ০১৭২১০৫৭৯৩৩	dfoshariatpur@fisheries.gov.bd
কিশোরগঞ্জ জেলা	জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম	০১৭৬৯৪৫৯২১২, ০১৭১২২২১৬০৯	dfokishoregonj@fisheries.gov.bd
টাঙ্গাইল জেলা	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ	০১৭৬৯৪৫৯১৮৫, ০১৭১২৫৭৮৬৪৪	dfotangail@fisheries.gov.bd
ময়মনসিংহ বিভাগ	জনাব নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (পরিচালক চলতি দায়িত্ব)	০১৭১২২৭৮৭৩৮	directormymensingh@fisheries.gov.bd
ময়মনসিংহ জেলা	জনাব মো: নাজিম উদ্দিন	০১৭১৬৫৬৬৭৫২, ০১৭৬৯৪৫৯৮৯৯	dfomymensingh@fisheries.gov.bd
নেত্রকোণা জেলা	জনাব এ এস এম রাসেল	০১৭১২৫১৫৭৬১, ০১৭৬৯৪৫৯৯২১	dfonetrokona@fisheries.gov.bd
জামালপুর জেলা	জনাব আ,ন,ম,আশরাফুল কবীর	০১৭৬৯৪৫৯৯৩৫, ০১৭১৬২৬৩৩৭১	dfojamalpur@fisheries.gov.bd
শেরপুর জেলা	জনাব প্রণব কুমার কর্মকার	০১৭৬৯৪৫৯৯৪৬, ০১৭১১০৬২৫৭৭	dfosherpur@fisheries.gov.bd
খুলনা বিভাগ	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম (পরিচালক চলতি দায়িত্ব)	০১৩৩৪৯১১৬১০, ০১৭১২৮৭৯০০০	ddkkhulnaa@fisheries.gov.bd
খুলনা জেলা	জনাব মো: বদরুজ্জামান	০১৩৩৪৯১১৬৯৮, ০১৭১২৯৯৯২৭৮	dfokhulna@fisheries.gov.bd
সাতক্ষীরা জেলা	জনাব জি,এম, সেলিম	০১৭৬৯৪৫৯৪৬৩, ০১৭১২৬৯৯২১৫	dfosatkhura@fisheries.gov.bd
বাগেরহাট জেলা	ড. মো: আবুল কালাম আজাদ	০১৭৬৯৪৫৯৪৭৪, ০১৭১১১৫১৮৭২	dfobagerhat@fisheries.gov.bd
যশোর জেলা	সরকার মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম	০১৭৬৯৪৫৯৪৮৬, ০১৯৮১২৩২৬৬১	dfojessore@fisheries.gov.bd

জেলার নাম	মৎস্য কর্মকর্তার নাম	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল ID
ঝিনাইদহ জেলা	জনাব মো: ফরহাদুর রেজা	০১৭৬৯৪৫৯৫১২, ০১৯১৫০৮৩৮৭০	dfojhinaidah@fisheries.gov.bd
নড়াইল জেলা	জনাব মো: মাহাবুবুর রহমান	০১৭৬৯৪৫৯৪৯৯, ০১৭১২০০২৫৬৩	dfonarail@fisheries.gov.bd
মাগুরা জেলা	জনাব তোফায়েল আহমেদ	০১৯১২৪১০৫২৮, ০১৭৬৯৪৫৯৫০৫	dfomagura@fisheries.gov.bd
চুয়াডাঙ্গা জেলা	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ	০১৭৬৯৪৫৯৫৩৮	dfochuadangaa@fisheries.gov.bd
কুষ্টিয়া জেলা	জনাব মো: আব্দুল বারী	০১৭৬৯৪৫৯৫২১, ০১৭১২২৭৮৭৩৮	dfokushtia@fisheries.gov.bd
মেহেরপুর জেলা	জনাব সাধন চন্দ্র সরকার	০১৭১৮০০৫১৭৫	dfomeherpur@fisheries.gov.bd
রাজশাহী বিভাগ	জনাব মো: সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া (পরিচালক চলতি দায়িত্ব)	০১৩৩৪৯১১৭১৮, ০১৭১২২০৪৮০৮	ddrajshahi@fisheries.gov.bd
রাজশাহী জেলা	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম	০১৭৬৯৪৫৭৬৩৮, ০১৭১৬৩৫৮১৩৫	dforajshahi@fisheries.gov.bd
নাটোর জেলা	জনাব মো: শহীদুল ইসলাম	০১৭৬৯৪৫৯৬৬০, ০১৭১৪৯০৭৯৫৩	dfonatore@fisheries.gov.bd
নওগাঁ জেলা	জনাব মো: ফেরদৌস আলী	০১৭৬৯৪৫৯৬৭২, ০১৭১২১৭১৯৩০	dfonawgaon@fisheries.gov.bd
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	জনাব মো: মাহাবুবুর রহমান	০১৭৬৯৪৫৯৬৫১, ০১৭১১৯৬৮৬৭৮	dfonawabgonj@fisheries.gov.bd
পাবনা জেলা	জনাব দীপক কুমার পাল	০১৭৬৯৪৫৯৬৮৬, ০১৯৮৪৬৭৬৭০৬	dfopabna@fisheries.gov.bd
সিরাজগঞ্জ জেলা	জনাব শাহীনুর রহমান	০১৭৬৯৪৫৯৭০০, ০১৭১২২৩৩৫৯৯	dfosirajgonj@fisheries.gov.bd
জয়পুরহাট জেলা	জনাব মাসুদ রানা	০১৭৬৯৪৫৯৭২৮, ০১৭১৬৪০৮৪৩৯	dfojaipurhut@fisheries.gov.bd
বগুড়া জেলা	জনাব কালিপদ রায়	০১৭৬৯৪৫৯৭১২, ০১৭১৭৭৮৪৯৭০৯	dfobogra@fisheries.gov.bd
রংপুর বিভাগ	জনাব মো: আয়নাল হক (পরিচালক)	০১৭৬৯৪৫৯৭৪০	directorrangpur@fisheries.gov.bd
রংপুর জেলা	জনাব হারুন অর রশিদ	০১৭৬৯৪৫৯৮২০	dforangpur@fisheries.gov.bd
কুড়িগ্রাম জেলা	জনাব মো: মুক্তাদির খান	০১৭৪১৭২৩২৩৩, ০১৭৬৯৪৫৯৭৫৪	dfokurigram@fisheries.gov.bd
নীলফামারী জেলা	জনাব মো: আবু সাইদ	০১৭৬৯৪৫৯৭৭৪	dfonilphamari@fisheries.gov.bd
ঠাকুরগাঁও জেলা	জনাব মো: আরাফাত উদ্দিন আহম্মেদ	০১৮১৫৩২০৯৯৬, ০১৭৬৯৪৫৫৯৭৮৪	dfothakurgaon@fisheries.gov.bd
দিনাজপুর জেলা	জনাব মো: তরিকুল রহমান সরকার	০১৭৬৯৪৫৯৭৯৯	dfoidinajpur@fisheries.gov.bd
লালমনিরহাট জেলা	জনাব মো: সারোয়ার জামান	০১৭৬৯৪৫৯৭৬৬	dfolalmonirhat@fisheries.gov.bd
গাইবন্ধা জেলা	জনাব মোহাম্মাদ আব্দুর রাশেদ	০১৭৬৯৪৫৯৭৪৩	dfogaibandha@fisheries.gov.bd
পঞ্চগড় জেলা	জনাব কে,এম, আব্দুল হালিম	০১৭৪০৯৩২২৯৮, ০১৭৬৯৪৫৯৭৯২	dfopanchagarh@fisheries.gov.bd
চট্টগ্রাম বিভাগ	জনাব মো: আনোয়ার হোসেন (পরিচালক)	০১৩৩৪৯১১৭৬৭	directorchittagong@fisheries.gov.bd
চট্টগ্রাম জেলা	জনাব সালমা বেগম	০১৭৬৯৪৫৯৩৭১, ০১৭১২০৪২৫৭০	dfochittagong@fisheries.gov.bd

জেলার নাম	মৎস্য কর্মকর্তার নাম	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল ID
কক্সবাজার জেলা	জনাব মো: নাজমুল হুদা	০১৭১৬১৩৫০৩২	dfocoxsbazar@fisheries.gov.bd
ফেনী জেলা	জনাব আমিনুল ইসলাম	০১৭৬৯৪৫৯৩১৭, ০১৭১০৪৬৮৬৪৭	dfo.feni@fisheries.gov.bd
চাঁদপুর জেলা	জনাব শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ	০১৭৬৯৪৫৯২৯৪, ০১৭১২০৪৩২৭৩	dfochadpur@fisheries.gov.bd
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	০১৭৬৯৪৫৯৩৫৯, ০১৭১৬৪০২৩৩৮	dfobrahmanbaria@fisheries.gov.bd
কুমিল্লা জেলা	জনাব মো: বিল্লাল হোসেন	০১৭৬৯৪৫৯৪০৫, ০১৭১৫৬০৫০৩৫	dfocomilla@fisheries.gov.bd
রাঙ্গামাটি জেলা	জনাব অধীর চন্দ্র দাস	০১৭৬৯৪৫৯৩৪৯, ০১৭২১১৪৫৮৩৫	dforangamati@fisheries.gov.bd
বান্দরবান জেলা	জনাব অভিজিৎ শীল	০১৩৩৪৯১১৬৭৩, ০১৭১১৪৩৩৫৮২	dfobandarban@fisheries.gov.bd
খাগড়াছড়ি জেলা	জনাব রাজু আহমেদ	০১৭৬৯৪৫৯৩২৮, ০১৭৯৫৯৭৯৫২০	dfokhagrachari@fisheries.gov.bd
লক্ষীপুর জেলা	জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন	০১৭৬৯৪৫৯৩৯৭, ০১৮১৮৪৮৬৩৮৮	dfolaksmipur@fisheries.gov.bd
নোয়াখালী জেলা	জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন	০১৭৬৯৪৫৯৩০৫, ০১৮১৮২৮৯৬৮৪	dfonoakhali@fisheries.gov.bd
সিলেট বিভাগ	জনাব মো: আসাদুল বাকী (পরিচালক চলতি দায়িত্ব)	০১৩৩৪৯১১৮১২, ০১৬১৬০০২৩২৫	ddsylhet@fisheries.gov.bd
সিলেট জেলা	জনাব সীমা রাণী বিশ্বাস	০১৭১১২৪৮৭৩৭, ০১৭৬৯৪৫৯৮৩৯	dfosylhet@fisheries.gov.bd
সুনামগঞ্জ জেলা	জনাব মো: শামসুল করিম	০১৭৬৯৪৫৯৮৫৬, ০১৭১৬৫৩৫৫০৫	dfosunamgonj@fisheries.gov.bd
হবিগঞ্জ জেলা	জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান মজুমদার	০১৭৬৯৪৫৯৮৬৯, ০১৯১২১৪৪৯৯২	dfohobigonj@fisheries.gov.bd
মৌলভীবাজার জেলা	ড. মো: আরিফ হোসেন	০১৭১৭২০২১৯৩, ০১৭৬৯৪৫৯৮৮১	dfomoulovibazar@fisheries.gov.bd
বরিশাল বিভাগ	জনাব মো: আলফাজ উদ্দীন শেখ (পরিচালক চলতি দায়িত্ব)	০১৩৩৪৯১১৬০৮, ০১৭৯৫১২৬০৫১	directorbarishal@fisheries.gov.bd
বরিশাল জেলা	জনাব রিপন কান্তি ঘোষ	০১৭৬৯৪৫৯৫৯১, ০১৭১৭৪৮৮৩৭৮	dfobarishal@fisheries.gov.bd
ভোলা জেলা	জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন	০১৭৬৯৪৫৯৫৭২	dfovhola@fisheries.gov.bd
ঝালকাঠী জেলা	জনাব জয়দেব পাল	০১৭৬৯৪৫৯৭৬৬	dfojhalakathi@fisheries.gov.bd
বরগুনা জেলা	জনাব মো: মহসীন	০১৭৬৯৪৫৯৫৮২, ০১৮৯০৩০৮৪৭৭	dfobarguna@fisheries.gov.bd
পটুয়াখালী জেলা	জনাব মো: কামরুল ইসলাম	০১৭৬৯৪৫৯৬১৪, ০১৭১৬৫৩৭৭৩৭	dfopatukhali@fisheries.gov.bd
পিরোজপুর জেলা	জনাব সজীব সন্নামত	০১৭৬৯৪৫৯৬২৫, ০১৭৩৫৮৭১৬৪৬	dfopirojpur@fisheries.gov.bd

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যভবন ঢাকা
www.fisheries.gov.bd

ড. মো: আবদুর রউফ মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭৬৯৪৫৯০০০	dg@fisheries.gov.bd
ড. মো: মোতালেব হোসেন পরিচালক (অভ্যন্তরীন মৎস্য) (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১৬৯৯১২১৬	directorinland@fisheries.gov.bd
ড. মো: খালেদ কনক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১২৮০৩০১২	psofrss@fisheries.gov.bd

তথ্য সূত্র: মৎস্য অধিদপ্তর